



4033 - আশুরা দবিস উদযাপন কথিবা আশুরার মাতম করার বধিান ক?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আশুরা উপলক্ষে মানুষ চোখে সুরমা দিয়ে, গোসল করে, মহেদে লাগায়, মুসাফাহা করে, দানাদার খাদ্য রান্না করে, খুশি প্রকাশ করে ইত্যাদি করার বধিান ক? এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিকোন সহহি হাদিস বর্ণিত হয়েছে; নাকি হয়নি? যদি না হয়ে থাকে তাহলে এগুলো কি বিদআত নয়? আবার অপর গোষ্ঠী যা করে থাকে- মাতম, দুঃখ প্রকাশ, তৃষ্ণার্ত থাকা, চৎকার-কান্নাকাটি করা, বুকুরে কাপড় খুলে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করা- এগুলোর কিকোন ভিত্তি আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

শাইখুল ইসলামকে এই প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন: সমস্ত প্রশংসা বশ্বি জাহানরে প্রতাপিলক আল্লাহর জন্য। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কথিবা তাঁর সাহাবীবর্গ থেকে কোন সহহি হাদিস বর্ণিত হয়নি। মুসলিম ইমামদের কড়ে, কথিবা চার ইমামের কড়ে কথিবা অন্য কোন আলমে এসব কাজকে মুস্তাহাব বলেননি। বর্ণনা নরিভর গ্রন্থগুলোতে এ ব্যাপারে কিছু নহে; না আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে; না তাঁর সাহাবীবর্গ থেকে, না তাবয়ীগণ থেকে; না আছে সহহি কোন রেওয়াজতে; না আছে দুর্বল কোন বর্ণনা। না আছে সহহি কোন হাদিস গ্রন্থে; না আছে সুনান শরঈর গ্রন্থগুলোতে; না আছে মুসনাদ শরঈর গ্রন্থগুলোতে; উত্তম প্রজন্মগুলো থেকে এ সংক্রান্ত কোন হাদিস জানা যায় না। তবে, পরবর্তীতে কিছু ব্যক্তি এ বিষয়ে কিছু হাদিস বর্ণনা করছেন। যমেন- যবে ব্যক্তি আশুরার দিন সুরমা লাগাবে সে ব্যক্তি ঐ বছর চক্ষুপ্রদাহে আক্রান্ত হবে না। যবে ব্যক্তি আশুরার দিন গোসল করবে সে ব্যক্তি ঐ বছর আর অসুস্থ হবে না। এ ধরনের আরও অনেকে হাদিস। আশুরার দিন নামায পড়ার অনেকে ফজলিতও তারা বর্ণনা করছেন। তারা বর্ণনা করছেন যবে, এই দিন আদম (আঃ) তওবা করছেন; এই দিন নূহ (আঃ) এর কিস্তি জুদা পর্বতে নঙ্গর করছেন; এদিন ইউসুফ (আঃ) ইয়াকুব (আঃ) এর কাছে ফরিয়ে এসছেন; এই দিন ইব্রাহিম (আঃ) কে আগুন থেকে মুক্ত করা হয়েছে; এই দিন ইসমাইল (আঃ) এর বদলে বকরী জবাই করা হয়েছে ইত্যাদি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে একটি বানয়োট হাদিস তারা বর্ণনা করেন: যবে ব্যক্তি এ আশুরার দিন তাঁর (নবীর) পরবারের কারণে সচ্ছলতা এনে দবিরে আল্লাহ সারা বছর তাকে সচ্ছল রাখবেন।

এরপর শাইখুল ইসলাম ইরাকেরে কুফাতে বসবাসরত দুইটি পথভ্রষ্ট দল সম্পর্কে আলোচনা করেন; যারা আশুরার দবিসকে তাদের বদিআত বাস্তবায়ন করার জন্য উৎসব হিসেবে গ্রহণ করত। এ দুই দলের একদল হচ্ছে-রাফজি; যারা আহলে বাইতের প্রতি মহব্বত দেখায়; আর ভতির ভতিরে তারা হয়তো ধর্মত্যাগী মুরতাদ, নয়তো কুপ্রবৃত্তির অনুসারী জাহলে। আর অপর দল হচ্ছে-নাসবে; যারা ফতিনার সময় যবে যুদ্ধ হয়েছে সে কারণে আলী (রাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি বিদ্বেষে পোষণ করে। সহহি হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাক্ষ্য হয়েছে যে, তিনি বলেন: “সাকফি গোট্রে একজন মথিাবাদী ও একজন ধ্বংসকারী জন্মাবে।” মথিাবাদী লোকটি হচ্ছে- মুখতার বনি আবু উবাইদ আল-সাকফি। সে আহলে বাইতের প্রতি মহব্বত প্রকাশ করত এবং নিজেকে তাদের পক্ষের লোক হিসেবে প্রচার করত। সে ইরাকেরে গভর্নর উবাইদুল্লাহ বনি যয়াদকে হত্যা করে। যবে উবাইদুল্লাহ হুসাইন বনি আলী (রাঃ) কে হত্যাকারী সন্যেদল প্রেরণ করছিল। পরবর্তীতে এ মুখতার তার মথিয়া মুখোশ উন্মোচন করে এবং নবুয়ত দাবী করে; বলে যে তার উপর জব্রাইল ফরেশেতা নাযলি হয়। এক পর্যায়ে যখন ইবনে উমর (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে তার ব্যাপারে জানানো হল। তাদের কোন একজনকে যখন বলা হল: মুখতার বনি আবু উবাইদ দাবী করছে যে, তার উপর জব্রাইল নাযলি হয়। তখন তিনি বললেন: সে সত্যই বলছে; আল্লাহ তাআলা বলেন, “আমি কিতোমাদেরকে জানাব কাদের উপর শয়তানরো নাযলি হয়? তারা নাযলি হয় প্রত্যকে মথিাবাদী, পাপীর উপর। অন্যজনকে যখন বলা হল: মুখতার দাবী করছে যে, তার উপর ওহি নাযলি হয়। তিনি বললেন: সে সত্যই বলছে - “নিশ্চয় শয়তানরো তাদের বন্ধুদের প্রতি ওহি (প্রত্যাদেশে) নাযলি করে যাতো তারা তোমাদের সাথে তর্ক করতে পারে।” [সূরা আনআম, আয়াত: ১২১] আর ধ্বংসকারী হচ্ছে- হাজ্জাজ বনি ইউসুফ আস-সাকফি। সে ছিল আলী (রাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের বিরোধী। তাই সে ছিল নাসবেতিখা আহলে বাইতের বিদ্বেষী। আর প্রথমজন ছিল রাফজি। এ রাফজি লোকটি ছিল সবচেয়ে বড় মথিাবাদী ও ধর্মত্যাগী। কারণ সে নবুয়ত দাবী করছিল।

কুফাতে এ দুই দলের মধ্যে কোনদল ও যুদ্ধ লগে থাকত। হুসাইন বনি আলী (রাঃ) কে আশুরার দিন হত্যা করা হয়েছে। তাঁকে হত্যা করেছে- জালমি ও বদিরোহী দল। আল্লাহ তাআলা হুসাইন (রাঃ) শাহাদাতের মর্যাদা দান করছেন। যমেনভাবে তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যগণকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়েছিলেন। শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছেন হামযা (রাঃ), জাফর (রাঃ), তাঁর পতি আলী (রাঃ) প্রমুখ। এ শাহাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করছেন, সম্মান বৃদ্ধি করছেন। তিনি ও তাঁর ভাই হাসান (রাঃ) জান্নাতী যুবকদের নতো। উচ্চ মর্যাদা পরীক্ষা ছাড়া অর্জন করা যায় না। যমেনটি বলছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন মানুষ সবচেয়ে কঠনি পরীক্ষার শিকার হয়? তিনি বললেন: নবীগণ। এরপর নকেকার ব্যক্তিগণ। এরপর এদের চয়ে দ্বীনদারতি যারা নমিন পর্যায়ে তারা। এরপর তাদের চয়ে দ্বীনদারতি নমিন পর্যায়ে যারা তারা। ব্যক্তির দ্বীনদারি অনুপাতে তাকে পরীক্ষা করা হয়। ব্যক্তির দ্বীনদারি অনকে মজবুত হলে পরীক্ষার তীব্রতা বাড়ানো হয়। দ্বীনদারি হালকা হলে পরীক্ষা সহজ করা হয়। মুমিনকে পরীক্ষায় ফলেতে ফলেতে এক পর্যায়ে মুমিন ভূপৃষ্ঠে হটে বড়োয় অথচ তার কোন গুনাহ থাকে না। [তিরমিযি ও অন্য গ্রন্থকারগণ হাদিসটি সংকলন করছেন] হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ) এর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্বহে উচ্চ মর্যাদা নির্ধারতি ছিল। তাঁদের উত্তম পূর্বসূরী যবে কঠনি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাঁরা তত কঠনি পরীক্ষার সম্মুখীন হননি। তাঁরা



দু'জনরে জন্ম হয়েছিল ইসলামের জয় জয়কার সময়ে। সম্মান ও মর্যাদার মধ্যে তাঁরা বড় হয়েছেন। মুসলমানরা তাঁদের দু'জনকে শ্রদ্ধা সম্মান করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মারা যান তখনও তাঁদের পূরণ বুঝ হয়নি। তাই তাদের উপর আল্লাহ তাআলার নয়োমত হচ্ছে তিনী তাদেরকেও পরীক্ষায় ফলেলেন; যাতে তারা তাদের পূর্বসূরদের কাতারে এসে যেতে পারে। যভাবে তাদের চয়ে যিনি উত্তম তাঁকেও পরীক্ষা করা হয়েছে। আলী (রাঃ) তাদের চয়ে উত্তম। তাঁকে হত্যা করে শহীদ করা হয়েছে। হুসাইন (রাঃ) এর হত্যাকাণ্ডের ফলে মানুষের মধ্যে বড় ফতিনা ও গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়েছে। এর পূর্বে ওসমান (রাঃ) এর হত্যাকাণ্ড উম্মতেরে বভিক্তিকে আবশ্যকীয় করে তোলেন। যার ফলমোন্স যবে বভিক্ত হয়ছে সে বভিক্তি আজো রয়েছে। তাই তো হাদসি এসছে- “যে ব্যক্তি তনি জনিসি থেকে মুক্তি পয়েছে সে আসলেই মুক্তি পয়েছে: আমার মৃত্যু, একজন ধর্মশীল খলফির হত্যাকাণ্ড এবং দাজ্জাল।”

এরপর শাইখুল ইসলাম হুসাইন (রাঃ) এর জীবনের কিছু অংশ ও তাঁর ন্যায়পরায়ণতা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন: “তনি মারা গিয়ে আল্লাহর রহমত ও তাঁর সন্তুষ্টিতে স্থান করে নিয়েছেন। অথচ এমন কিছু দল রয়েছে যারা হুসাইন (রাঃ) এর সাথে পত্র আদান প্রদান করে প্রয়োজনের সময় তাঁকে সমর্থন দেয়ার ও সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তারা সে প্রতিশ্রুতিরক্ষা করেনি। তনি যখন তাদের কাছে তাঁর ভাজিককে পাঠালেন তারা তাদের প্রতিশ্রুতির রাখেনি। শুধু তাই নয় তারা তাঁর পক্ষ নিয়ে লড়াই করার পরবর্ত্তে তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) এর মত হুসাইন (রাঃ) এর বচিক্ষণ শূভাকাংখীগণ তাঁকে সসেব প্রতিশ্রুতি গ্রহণ না করতে ও তাদের কাছে না যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাদের দৃষ্টিভিঙগি ছিল তাদের নকিট যাওয়াতে কোন কল্যাণ নেই, এর পরণিত শূভ হবে না। তারা যা বলেছেন সটোই ঘটছে। তাকদীর তো আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারণিত। যখন হুসাইন (রাঃ) তাদের কাছে পৌঁছে দেখলেন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন; তখন তনি ফেরত চলে যাওয়ার কথিবা কোন সীমান্ত চকতি আশ্রয় নয়োর কথিবা তাঁর চাচাত ভাই ইয়াজদি এর সাথে দেখা করার সুযোগ চাইলেন। কিন্তু তারা বন্দী হিসেবে আত্মসমর্পণ না করলে তাকে কোন সুযোগ দিতে রাজি হল না। এক পর্যায়ে তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তনিও তাদের বিরুদ্ধে লড়ে গেলেন। অবশেষে তারা তাঁকে ও তাঁর পক্ষরে লোকজনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে শহীদ করল। আল্লাহ তাআলা এই শাহাদাতের মাধ্যমে তাঁকে আহলে বাইতের পুতপতির পূর্বসূরদের সাথে একত্রিত করলেন এবং এর মাধ্যমে তাঁর সাথে যারা অন্যায় করেছে ও সীমালঙ্ঘন করেছে তাদেরকে অপমানিত অপদস্থ করলেন। এই ঘটনা মানুষের মধ্যে অকল্যাণকে অনবির্ষ করে তুলছে। একদল মানুষ- জাহলে ও জালমে পরণিত হয়েছে। অপর একদল হয়েছে- নাস্তিকি মুনাফকি। অপর একদল হয়েছে- পথভ্রষ্ট বভিরান্ত। পথভ্রষ্ট দলটি তাঁর প্রতি ও আহলে বাইতের প্রতি মহব্বত প্রকাশ করত। তারা আশুরার দনিকে মাতম, দুঃখপ্রকাশ ও ক্রন্দনের দনি হিসেবে গ্রহণ করত। এই দনি তারা জাহলে রীতিতে গলে চড় মারা, বুকরে আছাদন উন্মুক্ত করা ও জাহলে রীতিতে শোক প্রকাশ করা ইত্যাদি চরুচা করে। অথচ সদ্য ঘটতি বপিদ মুসবিতেরে ক্ষতেরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নর্দশে হচ্ছে- ধর্ম ধারণ করা, বপিদকে সওয়াব অর্জনেরে মওকা হিসেবে গ্রহণ করা ও ইন্বালল্লাহ... বলা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَشَرَّ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذْ أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156)
 أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

(অর্থ- তবে সুসংবাদ দাও ধরৈয়শীলদরে। যারা বপিদে পততি হলে বলবে: ইন্নালাল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন (নশিচয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই সান্নিধ্যই আমরা ফরিবে যাবো)। এদের প্রতি আল্লাহর কৃপা ও রহমত নাযলি হয় এবং এরা সুপথপেরচিলতি।) [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৫] সহহি হাদিসে এসছে- “যে ব্যক্তি গালে চপটোঘাত করে, বুকরে আচ্ছাদন খুলে ফলে (অসন্তুষ্ট প্রকাশার্থে) ও জাহলী ডাক চৎকার করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়”। তিনি আরও বলেন: “(বপিদরে সময়) ডাক চৎকার করে করন্দনকারী, মাথা মুণ্ডনকারী ও পোশাক আশাক ছিন্‌বিন্‌কারীর সাথে আমার সম্পর্ক নহে”। তিনি আরও বলেন: “যদি বলিপকারিনী মৃত্যুর আগে তওবা না করে তাহলে কয়োমতরে দনি তাকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে তার গায়ে থাকবে আলকাতরার পোশাক, শরীরেরে চামড়া যনে গুটি বসন্তরে বরম।” মুসনাদে এসছে- ফাতমো বনিত হুসাইন তাঁর পতি হুসাইন (রাঃ) থেকে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বরণনা করনে যে, “যদি কোন ব্যক্তি তার পুরাতন কোন মুসবিতরে কথা স্মরণ করে এবং নতুনভাবে আবার ইন্নালাল্লাহ... পড়ে তাহলে মুসবিতরে দনি আল্লাহ তাকে যে সওয়াব দয়িছেলিনে আজকেও সে সওয়াব দবিনে।” এটি মুমনিদরে প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তাই হুসাইন (রাঃ) এর মুসবিত এবং অন্য কারো মুসবিতরে কথা স্মরণ হলে মুমনিরে কর্তব্য হচ্ছ- ইন্নালাল্লাহ... পড়া; যভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পড়ার নরিদশে দয়িছেনে; যাতে করে বপিদরে দনি বপিদাপন্ন ব্যক্তিকে আল্লাহ যভাবে সওয়াব দয়িছেনে তাকেও সে সওয়াব দনে। তাই আল্লাহ তাআলা যদি খোদ বপিদরে সময় ধরৈয় রাখার ও সওয়াবপ্রাপ্তির নয়িত করার নরিদশে দনে তাহলে এতকাল পরে ব্যাপারটা কমেন হতে পারে! এজন্য পথভ্রষ্ট ও ভিন্নান্ত গেষ্টী কর্তৃক আশুরার দনিতে মাতম করা, বলিপ ও ডাক চৎকার করা, শোকাবহ কাসদি (কবতি) পড়া, বিভিন্ন ঘটনা বরণনা করা যগেলো মথিযাতে ভরপুর; আর কিছু সত্য হলেও এতে শোককে চাঙা করা ও গাউমি বাড়ানো ছাড়া কোন ফায়দা নহে- এসব কিছু শয়তানেরে প্ররোচনা। এতে করে পারস্পারিকি জঘিৎসা বাড়বে, যুদ্ধেরে উস্কানি দয়ো হয়, ইসলামপন্থীদেরে মাঝে গণ্ডগলে সৃষ্টি হয়, পূর্ববর্তীদেরকে গালগিলাজ করার পথ খুলে যায়, দুনিয়াতে মথিযার ঢাকঢোল ও বিশিঙখলা সৃষ্টি হয়। এই পথভ্রষ্ট ভিন্নান্ত দলটির মত আর কোন মুসলিম উপদল মুসলমানদেরে বরিদধে মথিযাচার, পারস্পারিকি গলেযোগে সৃষ্টি ও কাফরেদেরে সাথে সহযোগতি করে না। এরা খারজেদেরে চয়ে জঘন্য; যাদেরে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তারা মূর্তপূজকদেরকে বাদ দয়ি মুসলমানদেরকে হত্যা করে।” আর এরা আহলে বাইত (নবী পরবার) ও উম্মতে মুসলিমির বরিদধে ইহুদি, নাসারা ও মুশরকিদেরকে সাহায্য দয়িছে। তারা বাগদাদে ও অন্যান্য স্থানে আহলে বাইত তথা আব্বাস (রাঃ) এর বংশধরদেরে বরিদধে তুর্কি মূর্তপূজক ও তাতারি মূর্তপূজকদেরকে সাহায্য দয়িছে; যারা হত্যাযজ্ঞ, বন্দি ও ঘরবাড়ী ধ্বংস ইত্যাদির কোন কিছু বাদ রাখনে। মুসলমানদেরে উপর এ দলটির কৃতি কোন বাগ্মীর পক্ষেও ববিত করা সম্ভব নয়। এ দলটির বপিরীতে রয়ছে- আরকে গেষ্টী; যারা হয়তবা হুসাইন (রাঃ) ও তাঁর পরবারেরে প্রতি বদিবশী নাসবে গেষ্টী; অথবা তারা মূর্ত জাহলে মানুষ। এরা অন্যায়েরে মোকাবলিয় আরকে অন্যায় করে; মথিযার মোকাবলিয় মথিযা বলে, মন্দরে মোকাবলি করে মন্দ দয়ি, বদিআতেরে মোকাবলি করে বদিআত দয়ি। আশুরার দনি চোখে সুরমা, চুল-দাঁড়িতে মেহেদে লাগানো, পরবারেরে সদস্যদেরে জন্য



অতিরিক্ত খরচ করা, ভাল খাবারদাবার রান্না করা ইত্যাদি ঈদরে সময় যা যা করা হয় সেগুলোরমাধ্যমে আনন্দ স্ফূর্তি প্রকাশ করার সপক্ষে তারা কিছু রওয়ায়তে বানিয়েছে। এভাবে এ গোষ্ঠী আশুরাকে ঈদ-উৎসবে পরণিত করছে। আর অপর গোষ্ঠী আশুরাকে মাতম ও শোকাবহ দবিসে পরণিত করছে। এ দুটি দলই বিভিন্নততে লিপ্ত; এরা সবাই সুনতরে বরখলোপকারী। যদও রাফজেদিরে উদ্দেশ্য-লক্ষ্য অতি জঘন্য, তাদরে অজ্ঞতা চরম পর্যায়ে, তাদরে অন্যায় প্রকাশ্য। কনিতু আল্লাহ তাআলা সবার সাথে ন্যায় বিচার করার নর্দিশে দয়িছেনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “আমার পরবর্তীতে তোমরা যারা বঁচে থাকবে অচরিই তারা চরম মতানক্য় দেখবে। সে মুহূর্তে তোমাদরে উচতি হবে- আমার আদর্শ ও আমার পরবর্তী খলোফায় রাশদো (সুপথে পরিচালতি) এর আদর্শ অনুসরণ করা। তোমরা এ আদর্শকে আঁকড়ে ধরবে, বরং দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। আর নবপ্ৰচলতি বিষয়গুলো থেকে বরিত থাকবে। কারণ প্রত্যকে অভনিব বিষয় বদিআত এবং প্রত্যকে বদিআতই বিভিন্নতা।” রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথিবা তাঁর পরবর্তীতে খলোফায় রাশদোর কটে আশুরার দনি এসব কিছু শোকাবহ আচার অনুষ্ঠান কথিবা আনন্দব্যঞ্জক অনুষ্ঠান কোনটি চালু করনেনি। তবে “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদনি এলনে তখন দেখলনে ইহুদিরা আশুরার দনি রোজা রাখে তখন তিনি তাদরেকে জিজ্ঞেসে করলনে, এর হতে ক? তারা বলল: এদনি আল্লাহ মুসা (আঃ) কে সমুদ্রে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করছেনে; তাই আমরা রোজা রাখি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: মুসা (আঃ) এর প্রতি আমাদরে অধিকার তোমাদরে চয়ে বশে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদিনে রোজা রাখলনে এবং রোজা রাখার নর্দিশে দলিনে।” জাহলে যুগে কুরাইশরাও এই দনিকে সম্মান করত।

আশুরার রোজা রাখার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর য়ে নর্দিশে এসছে সেটো শুধু ঐ বছরে সে দনিটি রোজা রাখার ক্ষতেরে প্রযোজ্য হয়। কারণ তিনি মদনিয় এসছেলিনে রবউল আউয়াল মাসে। পরবর্তী বছর তিনি নিজে আশুরার রোজা রাখলনে ও সাহাবীগণকে রোজা রাখার নর্দিশে দলিনে। এরপর রমজানের রোজা ফরজ করা হয় এবং রমজানের রোজার বধিান আশুরার রোজার বধিানকে রহতি করে দেয়ে। সে নর্দিশেরে ভিত্তিতে সে দিনেরে রোজা রাখা ক ফরজ ছিলি নাকি মুস্তাহাব ছিলি- এ বিষয়ে আলমেগণ দ্বিমিত করনে। তবে সর্বাধিক শুদ্ধ অভিমিত হচ্ছে- সদিনেরে রোজা রাখা ফরজ ছিলি। পরবর্তীতে যারা এই দনি রোজা রাখতনে তারা মুস্তাহাব হিসেবে রাখতনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার দনি সর্ব সাধারণকে রোজা রাখার নর্দিশে দতিনে না; বরং বলতনে, “আজ আশুরার দনি। আমি রোজা রখেছি। তোমরা যারা রোজা রাখতে চাও রোজা রাখতে পার।” তিনি আরও বলতনে: “আশুরার দিনেরে রোজা বগিত এক বছরেরে গুনাহ মাফ করয়ি দেয়ে। আর আরাফার দবিসেরে রোজা বগিত ও আগত দুই বছরেরে গুনাহ মাফ করয়ি দেয়ে।”

“তাঁর শেষে জীবনে যখন তাঁকে জানানো হল য়ে, ইহুদিরা এই দনিকে উৎসব দবিস হিসেবে গ্রহণ করে তখন তিনি অভবিয়ক্তি প্রকাশ করে বললনে: যদি আমি আগামী বছর বাঁচি তাহলে ৯ তারখিও রোজা রাখব” য়াতে ইহুদিদেরে বরখলোপ করতে পারনে এবং তাদরে ঈদ-উৎসব পালনের সাথে সাদৃশ্য হয়ে না যায়। সাহাবায়েরে করোম ও আলমেদেরে মধ্যে কটে কটে এই দনি রোজা রাখতনে না এবং রোজা রাখাকে মুস্তাহাব বলতনে না। বরং এককভাবে এই দনি রোজা রাখাকে মাকরুহ বলনে। এমন মতামত



কুফার একদল আলমে থেকে বর্ণিত আছে। আলমেদের মধ্যে কটে কটে এই দিন রোজা রাখাকে মুস্তাহাব বলেন। সঠিক মত হচ্ছে- যবে ব্যক্তি আশুরার দিন রোজা রেখেছে তার জন্য ৯ তারিখেও রোজা রাখা মুস্তাহাব। কারণ এটাই হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বশেষে নির্দেশ। কারণ হাদিসেরে কোন কোন সূত্রে তাঁর কথাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে “যদি আমি আগামী বছর বাঁচি তাহলে ১০ তারিখে সাথে ৯ তারিখেও রোজা রাখব”। অতএব, জানা গলে শুধু রোজা রাখার আমলটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জারী করছেন। এ ছাড়া অন্য যা কিছু আছে যমেন- দানাদার কথিবা দানাহীন বিশেষে খাবার তরী, নতুন পোশাক পরাধীন করা, অতিরিক্ত খরচ করা, সারা বছরে বাজার সদিনে করে রাখা, বিশেষে কোন ইবাদত পালন করা; (যমেন বিশেষে নামায, পশু জবাই, সেই দিন রান্না করার জন্য করেবানীর গাশত সংরক্ষণ করে রাখা), সুরমা লাগানো, মহেদেলাগানো, গোসল করা, মুসাফাহা করা, পারস্পারিকি দেখা সাক্ষাত করা, বিশেষে কোন মসজদি বা মসজদিসমূহে য়ায়রত করতে যাওয়া ইত্যাদি সব গরহতি বদিআত; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথিবা তাঁর খলফিবর্গেরে কটে এর কোনটি জারী করেননি; এমনকি মুসলমি আলমেগণেরে কটে এ কাজগুলোকে মুস্তাহাব বলেননি। যমেন- ইমাম মালকে, ইমাম ছাওরি, ইমাম লাইছ বনি সাদ, আবু হানফি, আওয়ায়ি, শাফয়েি, আহমাদ বনি হাম্বল, ইসহাক বনি রাহুইয়া প্রমুখেরে মত কোন ইমাম বা আলমে এ কাজগুলোকে মুস্তাহাব বলেননি।

দ্বীন ইসলাম মূলতঃ দুইটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এক: আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না। দুই: আমরা আল্লাহর বধীন মোতাবেক তাঁর ইবাদত করব; বদিআত মোতাবেক নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অতএব, যবে ব্যক্তি তাঁর রবেরে (প্রতিপালকেরে) সাক্ষাত কামনা করে, সে যনেআমলে সালহে করে এবং তার রবেরে ইবাদতে কাউকে শরীক না করে”[সূরা কাহাফ, আয়াত: ১১০]

আমলে সালহে হচ্ছে- যবে আমল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসনে, পছন্দ করেনে; সটোই শরয়িত ও সুন্নাহ। তাইতো উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) তাঁর দুআতে বলতনে: “হে আল্লাহ, আমার সকল আমল যনে সালহে (সুন্নাহ মোতাবেক) হয়, আপনার জন্য খালসে (একনিষ্ঠ) হয় এবং এতে যনে অন্য কারো অংশ না থাকে।[ইবনে তাইময়ীর কথা থেকে সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত; আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, খণ্ড-৫]

আল্লাহই সঠিক পথেরে দশারী।